চাং পিং তুং ওয়া

(ভ্রমন কাহিনী)

নিখুঁত পরিকল্পনাঃ আমার চীন যাত্রার কথা শুনে, ম্যনাচেষ্টার ইউনাইটেড এর ডাইহার্ড সার্পোটার হারুন'কেই, আমার চেয়ে বেশি খূশী মনে হলো! প্রচন্ড উৎসাহের সাথে হারুন বলল, নাজমুল ভাই,আপনার মত ভ্রমনরসিকের জন্য চীন যাওয়াটা একরকম ফরয! আমি বললাম, ফরয বা সুন্নত কিনা জানি না, তবে ছোট বেলায় পড়েছি, 'জ্জান র্অজনের জন্য প্রয়োজনে চীন যাও' সেই থেকে চীনের কথা মনে হলেই আমার বুকের ভিতরটা চিন চিন করে!

আপনি কি পড়াশুনার জন্য চীনে যাচ্ছেন? হারুনের প্রশ্ন। আমি বললাম, আমার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার হান্নান চায়নার ডিফেন্স ইউনিভার্সিটিতে এন, ডি, সি করার জন্য চায়না যাচ্ছে, আর আমি হান্নানকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চায়না যাচ্ছি। দুই জনের উদ্দেশ্যই মহৎ। একটু পরেই বললাম, আসলে ভাই যাচ্ছি, কানাডা; এয়ার চায়না যেহেতু বেইজিং হয়ে যায়, তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। 'রথ দেখা আর কলা বেচা'র মত 'দেয়াল দেখা আর কলা খাওয়া' দুটাই হবে।

একটু পরেই হারুনের মুখ থেকে খুশী খুশী ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে মুখে উদ্বেগের ছায়া আর দুশ্চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তার একমাত্র কারন আমি 'এয়ার চায়না'র প্লেনে করে চীনে যাচ্ছি!

ম্যনাচেষ্টার ইউনাইটেড এর সব খেলার মত, এয়ার ক্রাশ এর উপর তাবৎ ডকুমেন্টারী হারুনের সংগ্রহে। তার থেকে গ্রাফিক উদাহরন দিয়ে দিয়ে হারুন আমাকে বোঝাতে চাইল, "এয়ার চায়না'র প্লেনে উঠা কতটা বিপদজনক। আমিও হারুনের সাথে একমত হলাম, আর বল্লাম, "মাছের রাজা ইলিশ, আর ক্রাশের রাজা প্লেন"। আমার মতে একসিডেন্ট'এ যদি মরতেই হয় তবে প্লেন ক্রাশই আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স।

দ্যাখেন নাজমুল ভাই, এই সব সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। আমি বললাম, ভাই ঠাট্টা না, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ আমার যুক্তিগুলো।

যেমন ধরা যাক, কার ক্রাশের কথা, কার একসিডেন্টে মারা গেলে আমার কোন কথা নাই, কিন্তু মারা না গেলে আমার দুইটা কথা আছে। যেমন ধরো, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলে তবেই শুরু হবে আসল কষ্ট। সারা শরীরে ব্যাথা আর যন্ত্রনা নিয়ে শুরু হবে নতুন জীবন, বিভিন্ন জায়গায় ফোন কল করা। কপাল গুনে যদি নেটওর্য়াক পাওয়া যায়, তবে শুরু হবে হোল্ড করা আর বিভিন্ন নম্বর প্রেস করা। পুলিশ এসে ব্রেথ টেস্ট এর সাথে হাজারটা প্রশ্ন করবে। গাড়ী টো করা থেকে শুরু করে কেমনে বাসায় যাব, এরকম হাজারটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাঁক খাবে একই সাথে।

মাথার ভিতরে প্রশ্নের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মাথার ব্যাথাটাও বাড়তে থাকবে। আর যদি কষ্ট পেতে পেতে রাস্তার পাশে ধুঁকেধুঁকে মারা যাই এক্সিডেন্ট'এ তবে কয়েকদিন পর পরিচিতরা হয়ত আস্তে আস্তে জানতে পারবে। কেউ কেউ হয়তো বলবে, একটি মূল্যবান প্রানের অপচয়। এই পর্যন্তই।

এখন শুন, প্লেন ক্রাশের গুনাগুন ও উপকারিতা। ক্রাশে যদি মারা না যাও, তাহলে তুমি হয়ে যাবে 'ইন্সট্যান্ট হিরো'। বি বি সি, সি, এন, এন আর লোকাল মিডীয়া, তোমার ইন্টারভিউ নিবে, তুমি হয়ত টি ভি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হেসে 'ভি সাইন' দেখাবে। তোমার পরিচিত কেউ যদি তোমাকে টিভি'তে দেখতে পায়, তা হলে সে সবাইকে ফোন করে বলবে, তুমি তার কত ঘনিষ্ঠ, যেমন তোমার বড় ভাইয়ের মামা স্বশুরের বাড়ি তার খালার বাসার উপর তলায়, ইত্যাদি!

পুলিশ এসে অনেকটা অপরাধীর মত মিনমিন করে জিজ্ঞেস করবে, 'মে আই হেল্প ইউ'! তুমি জীবনে এই প্রথম বারের মত, পুলিশকে অবজ্ঞা করার সুযোগ পাবে। এয়ার লাইন্সের লোকজন আর লইয়ার'রা তোমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করবে, পুলিশের সাথে কথা বলার সময়, কোথায় তোমার! শুধুমাত্র এই ধরনের এক্সিডেন্টের পরেই মদ্যপায়ীরা পুলিশের সামনে বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারে, 'মদ খেয়েছি, বেশ করেছি, খাবোই তো'।

তোমার এই আগ্রযাত্রা বেশ কয়েকদিন ধরেই চলবে, বাংলাদেশের পত্রিকাগুলি কয়েকদিন পরে তোমার ছবি সহকারে এমনভাবে খবর প্রকাশ করবে মনে হবে তুমি অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল পেয়েছ। কে জানে, কপাল ভাল থাকলে, মডেল হিসাবেও তোমার নতুন ক্যারিয়ার শুরু হয়ে যেতে পারে! তুমি বেঁচে থাকার (মারা না যাওয়ার) স্বার্থকতা নতুন করে খুজে পাবে।

আর যদি মারা যাও, তা হলে তো, তুমি তো ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে। আমার মত পরিচিত অনেকের গল্পের প্রধান নায়ক হিসাবে তোমার পূর্নজন্ম হবে। আমি ক্যান্টাবেরী রোড, নটরডেম কলেজ বা ম্যানচেশটার ইউনাইটেড এর কথা উঠলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার প্রসংগ তুলব, 'বাগবাজারের মিস্টির মত'।

'বাগবাজারের মিস্টি', সে টা আবার কি? হারুনের প্রশ্ন।

এক লোক, খাওয়ার প্রসংগ উঠলেই ঘুরি্য়ে ফিরিয়ে সবসময় বলত, যাই বল না কেন, বাগবাজারের মিস্টির স্বাদের সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয়না।

একদিন একজন বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, আপনি কবে বাগবাজারের মিস্টি খেয়েছেন?

না, আমি ঠিক খাই নাই, আমার চাচার এক বন্ধু ব্রিটিশ আমলে খেয়েছিল, তার থেকে শুনে ছিলাম বাগবাজারের মিস্টির স্বাদের কথা!

হারুনের নতুন প্রশ্ন, নাজমুল ভাই, আপনি যে চীনে যাচ্ছেন, আপনি চাইনীজ জানেন?

না, আমি জানি না, তবে হান্নান জানবে।

জানবে মানে?

শিখে নিবে, আমি যাওয়ার আগেই।

হান্নান ভাই কত দিন ধরে চায়নায় আছেন?

আমি যাব যে দিন রাত্রে, আর হান্নান পৌছাবে সেই দিন বিকালে। আশা করি, ওই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হান্নান চাইনিজ শিখে নিবে। 'হি ইজ আ কুইক লারনার'। নটরডেম কলেজের ৭৯ ব্যাচের সবচেয়ে ফাঁকিবাজ ছাত্র হান্নানের মেধার উপর আমার প্রচন্ড আস্থা দেখে হারুনের ভিমরী খাওয়ার মত অবস্থা। (চলবে)

(নটরডেম কলেজের ৭৯ ব্যাচের সবচেয়ে ফাঁকিবাজ ছাত্র হান্নান, বাংলাদেশ আর্মির একমাত্র অফিসার যে বিদেশে স্টাফ কলেজ ও ডিফেন্স কলেজ দুইটাই সাফল্যের সাথে শেষ করেছে।)

নাজমুল শেখ, ২৬ জুন সিডনি; victory1971@gmail.com